পাসের হার বেড়েছে সব বোর্ডে

● চট্টগ্রামে ৮৬.১৩ শতাংশ ● যশোর ৮৯.০৩ ● সিলেট ৯১.১৫ ● রাজশাহী ৯৩.৮৮ ● কুমিল্লায় ৯০.৪৫

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে জেএসসি পরীক্ষায় এবার পাসের হার গতবারের তুলনায় ৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে এবার বেড়েছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যাও। এবার পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। এছাড়া এবার মেয়েদের থেকে ছেলেরা এগিয়ে রয়েছে। গতকাল রোববার সকালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. পীযূষ দত্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক সুজন বড়ুয়া, উপ-সচিব মাহবুব হাসান, বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, ২০১৩ সালের জেএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ১৯৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এক লাখ ৪০ হাজার ৫৭৯ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৬২ হাজার ৬৪৮। ছাত্রীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৯৩১ জন। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বরাবরের মতো নগরীর স্কুলগুলোর মধ্যে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে। এবারের জেএসসি পরীক্ষায় পাসের দিক থেকে মেয়েরা পিছিয়ে পড়েছে। ছেলেদের পাসের হার যেখানে ৮৭ দশমিক ৩৪ সেখানে মেয়েদের পাসের হার ৮৫ দশমিক ১৬ শতাংশ। এছাড়া এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪ হাজার ১০৫ জন শিক্ষার্থী। গতবারের তুলনায় ১০ হাজার ৫৭৪ জন শিক্ষার্থী এবার জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে।

যশোর অফিস জানায়, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে এবারের পাসের হার ৮৯ দশমিক ০৩। ২০১৩ সালের এ পরীক্ষায় এ বোর্ড থেকে এক লাখ ৭৭ হাজার ১৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে এক লাখ ৫৭ হাজার ৫৯৩ জন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মুহম্মদ আবু দাউদ গতকাল দুপুর দুইটায় যশোর প্রেসক্লাবে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেন।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৪ হাজার ৭০৪ জন জিপিএ-৫ গ্রেড পেয়েছে। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল তিন হাজার ৯৭৮ জন। ৫৩ হাজার ৪৬৮ জন 'এ' গ্রেড পেয়েছে। গত বছর পেয়েছিল ৩১ হাজার ৬০ জন। 'এ' পেয়েছে ৩৫ হাজার ৯৪১ জন। গত বছর পেয়েছিল ৩২ হাজার ১৩৯ জন। বি গ্রেড পেয়েছে ২৯ হাজার ২৯২ জন। গত বছর পায় ৩৫ হাজার ৯৩৩ জন। সি গ্রেড পেয়েছে ২২ হাজার ৫১২ জন। গত বছর পায় ৪৬ হাজার ৪২০ জন। ডি গ্রেড পেয়েছে এক হাজার ৬৭৬ জন। গত বছর পায় চার হাজার ৯১১ জন। বোর্ডের মধ্যে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে ৩২৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। আর মোটেই পাস করেনি পাঁচটির।

সিলেট প্রতিনিধি জানান : জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (জেএসসি) সিলেট শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। এই বোর্ডের অধীনে জেএসসিতে পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৯১ দশমিক ১৫ শতাংশে। এর মধ্যে ৯১ দশমিক ৫৭ ছেলে এবং ৯০ দশমিক ৮৩ শতাংশ মেয়েদের পাসের হার। গতকাল রোববার সিলেট শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল মান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষার্থীদের এমন ফলাফল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। গত বছরের তুলনায় পাসের হার দশমিক ৭০ ভাগ এবং জিপিএ-৫ চার হাজার ৩৮৪ জন বেড়েছে বলে জানান তিনি। গত বছর সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৯০ দশমিক ৪৫ ভাগ। সিলেট শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এ বছর জেএসসি পরীক্ষায় ৯৫ হাজার ২২৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪১ হাজার ৭৯৩ জন ছেলে এবং ৫৩ হাজার ৪৩৪ জন মেয়ে। এদের মধ্যে ৩৮ হাজার ২৬৮ জন ছেলে ও ৪৮ হাজার ৫৩৩ জন পাস করেছে। ছেলেদের পাসের হার ৯১ দশমিক ৫৭ ভাগ ও মেয়েদের পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৩ ভাগ। পাসের হারে ছেলেরা এগিয়ে থাকলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিকে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। এ বছর ২ হাজার ৬৮৩ জন ছেলে ও ৩ হাজার ৬৫ জন মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবার জেএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৭৪৮ জন। এছাড়া 'এ' গ্রেডে ২২ হাজার ৮৭৬ জন, 'এ' মাইনাস গ্রেডে ১৮ হাজার ৯৩৭ জন, 'বি' গ্রেডে ১৮ হাজার ৬৯৮ জন, 'সি' গ্রেডে ১৮ হাজার ৬৪২ জন এবং 'ডি' গ্রেডে এক হাজার ৯শ' জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

রাজশাহী প্রতিনিধি জানান : জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় এবারের রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯৩.৮৮ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে ৩ গুণেরও বেশি। আর জিপিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। যেখানে গত বছর পাসের হার ছিল শতকরা ৮৫.০৯ ভাগ। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬ হাজার ২২১ জন। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৫২৩ জন। গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার বেড়েছে শতকরা ৮.৭৯ ভাগ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ১৪ হাজার ৩০২ জন বেড়েছে।

এবার এক লাখ ৮৯ হাজার ১৮৩ শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করে। পরীক্ষায় অংশ নেয় এক লাখ ৮৪ হাজার ৪৫০ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৭৩ হাজার ১৯৬ জন। ছাত্রদের পাসের হার শতকরা ৯৪.০৫ এবং ছাত্রীদের পাসের হার শতকরা ৯৩.৭২ ভাগ। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা ১০ হাজার ৮৭ এবং ছাত্রীসংখ্যা ১০ হাজার ৪৩৬। মোট ১৯৮টি কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৫ জন। এবার রাজশাহী বোর্ডের ২ হাজার ৯০৭টি স্কুলের মধ্যে ডাঙ্গাপাড়া জুনিয়র স্কুল, তানোর রাজশাহী, মারিগোল্ড জুনিয়র স্কুল, নওগাঁ সদর, মাতিন্দর জুনিয়র স্কুল, পত্নীতলা নওগাঁ, কেএইচএ জুনিয়র গার্লস স্কুল, আটঘড়িয়া পাবনা, আটঘড়িয়া জে.ইউ গার্লস হাইস্কুল, রায়গঞ্জ সিরাজগঞ্জ। এই ৫টি স্কুল থেকে কেউ পাস করেনি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১৩টি। এবার শতভাগ পাসের হারের স্কুল সংখ্যা ৭৪৯টি, গত বছর ছিল ৩৩৫টি। এবার মোট স্কুলসংখ্যা ছিল ২ হাজার ৯০৭টি, গত বছর ছিল ২ হাজার ৮৮৮টি।

ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে রোববার দুপুরে বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এবার ৪ হাজার ৭৩৩ পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিত। পাসের হার এবং ৩ গুণের বেশি জিপিএ-৫ প্রাপ্তির বিষয়ে সচিব অধ্যাপক আব্দুর রউফ মিয়া ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস.এম.এ হুরাইরা দাবি করেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র বিতরণ ও ফলাফল প্রস্তুত করতে পারলে এবার রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার শতকরা ৯৭ ভাগ অর্জন সম্ভব ছিল। এ সময় বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বোর্ডের ২ হাজার ৯০৭টি স্কুলের মধ্যে এবার ৫টি স্কুল থেকে কেউ পাস করতে পারেনি। এছাড়া মারিগোল্ড এবং আটঘড়িয়া জে.ইউ স্কুলের কেউ গত বছরও পাস করেনি।

প্রতিনিধি, কুমিল্লা : গতকাল প্রকাশিত কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার ৯০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬ হাজার ৯৫ জন শিক্ষার্থী।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদ জানান, গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ছাত্র ৮৪ হাজার ৬৬ এবং ছাত্রী ১ লাখ ১০ হাজার ৪৮৪ জন। এদের মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৭৫ হাজার ৯৬৯ জন পরীক্ষার্থী। তন্মধ্যে ছাত্র ৭৭ হাজার ২৩ জন ও ছাত্রী ৯৮ হাজার ৯৪৬ জন। এক্ষেত্রে ছাত্রদের পাসের হার ৯১ দশমিক ৬২ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এ বোর্ডে অকৃতকার্য হয়েছে ১৮ হাজার ৫৮১ জন শিক্ষার্থী।